দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 7 FEB 1987
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম 3

৩

কয়েকটি বিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় অব্যবস্থা

কুষ্টিয়া, ১৬ ফেব্রুয়ারী (সংবাদদাতা)।— কুষ্টিয়া পৌরসভার পূর্বাঞ্চলের ছাত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সিলপাড়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়টি একটি পরিত্যক্ত ভবনে ১৯৭৬ সালে স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টির দৈন্যদশা এখন চরমে।

এই বালিকা বিদ্যালয়টির ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৫শ' জন। বিদ্যালয়টির ছাদ ও দেয়ালের চুন-সুরকি খসে পড়ছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছাত্রীদের এখানে ক্লাস করতে হচ্ছে।

বর্তমানে ১৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী আছে। শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। আরো ৮জন শিক্ষক দরকার। ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতনও দিতে পারে না নিয়মিত।

বরগুনা

বরগুনা থেকে সংবাদদাতা জানান, কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলা ও রক্ষাণাবেক্ষণের অভাবে বরগুনা জেলা স্কুল মাঠটি বর্তমানে গো-চারণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

স্কুলে প্রয়োজনীয় ক্রীড়া বিষয়ক সরঞ্জামাদি না থাকার কারণে ছাত্ররা ক্রীড়াঙ্গণ থেকে দূরে সরে পড়েছে।

খেপুপাড়া

খেপুপাড়া (পটুয়াখালী) থেকে সংবাদদাতা জানান, কলাপাড়া উপজেলার লতাচাপলী ইউনিয়নের মুছল্লীয়াবাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি আর্থিক সংকটের ফলে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত।

গত এক বছর পর্যন্ত দু'টি স্কুল ঘরের একটি ঝড়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে। আজও স্কুল ঘরটি আর্থিক সংকটের ফলে পুনঃনির্মাণের সম্ভব হয়নি। অথচ, কুয়াকাটা অঞ্চলের একমাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়টিতে ১২ (বার) জন শিক্ষকের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগে প্রায় ৩শ' জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে। জায়গার সংকুলান এবং আসবাবপত্রের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের খোলা মাঠে অনেক সময়ই ক্লাস করতে হয়। স্কুল সংলগ্ন খেলার মাঠটি জোয়ারের পানিতে ডুবে যায়। ফলে, সেখানেও ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করতে অসুবিধা হয়।

ভোলা

ভোলা থেকে সংবাদদাতা জানান, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবে ভোলা সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের পড়ালেখায় ব্যাঘাত ঘটছে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জানান, দীর্ঘদিন যাবত বিদ্যালয়ে আসবাবপত্রের অভাব থাকায় প্রায় শতাধিক ছাত্রীকে দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হয়।